যুগান্তর

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

কাজী ফারুক আহমেদ

মানুষ গড়ার কারিগরদের দিন

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের সম্মান দেখিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর বা শিক্ষাগুরু বলা হয়ে থাকে। এ সম্মান বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা আছে। তবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলতে যাদের বোঝায়, শিক্ষকদের আর্থিক সুরক্ষা অথবা প্রাপ্য মর্যাদাদানে তাদের উদারতা আছে বলে শিক্ষকরা মনে করেন না। না চাইলে বা বিনা আন্দোলনে শিক্ষকদের ভাগ্যে খুব একটা কিছু জুটেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আজ ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে এসব কথা আমাদের শিক্ষকদের কম-বেশি ভাবিত করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাল রেখে 'টেকসই সমাজ গঠন, শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন' এ প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশেও বিশ্ব শিক্ষক দিবসের নানা কর্মসূচি যখন পালিত হচ্ছে, তখন দাবি আদায়ে শিক্ষকরা আন্দোলনে। ৬৩ হাজার প্রাথমিক স্কুলে কর্মবিরতি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদমর্যাদার বৈষম্য দূরীকরণ, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল পুনর্বহাল, প্রাথমিক শিক্ষকদের ঘোষিত পদমর্যাদার বাস্তবায়ন, পদোন্নতি ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোসহ নানা দাবিতে আন্দোলনের মাঠে রয়েছেন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকরা। এদিকে চলতি মাস থেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ৯ অক্টোবর ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে প্রায় ৩০ লাখ খুদে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সমস্যা হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে।

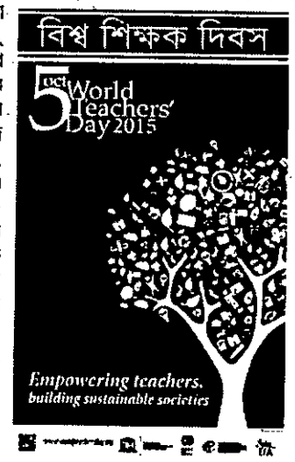

এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপনের একুশ বছর পূর্তি হচ্ছে। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলোর সম্মেলনে ১৪৪টি সুপারিশসহ শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ গৃহীত হয়। পরে জাতিসংঘের আরেক সংগঠন, আইএলও তা অনুমোদন করে। এ ধারাবাহিকতায় ২৮ বছর ধরে আলোচনা-পর্যালোচনান্তে ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে ৫ অক্টোবরের সুপারিশগুলো স্মরণীয় করে রাখতে ওইদিন বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে, ১৯৬৬ সালের সুপারিশমালা ছিল মূলত নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলা স্কুলে পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য। মাধ্যমিক (উচ্চ) পরবর্তী স্তরগুলো সেখানে সুস্পষ্ট ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের সুপারিশমালা যুগ্মভাবে শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষক ওই সনদের স্মারক দিবস হিসেবে প্রতি বছর ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করবেন। ১৯৬৬ সালের ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা, যা শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ হিসেবে সুপরিচিত, সেখানে শিক্ষকদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে : ক) 'শিক্ষক' বলতে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য দায়িত্বশীল সব ব্যক্তিকে বোঝাবে খ) শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'মর্যাদা' বলতে শিক্ষকদের অবস্থান বা তাদের দেয় সম্মানকে বোঝাবে, যা তাদের কর্মের গুরুত্ব উপলব্ধির মাত্রা বা কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা এবং অন্য পেশাজীবী দলগুলোর তুলনায় তাদের কর্ম-পরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য বৈষয়িক সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

তাদের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, বার্ষিক ছুটি এবং শিক্ষক বিনিময় প্রসঙ্গে ৮৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকদের কর্ত কর্মঘণ্টা কাজ করা আবশ্যক, তা শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করতে হবে। ৯৪নং অনুচ্ছেদে সবেতন বার্ষিক ছুটি প্রসঙ্গে আছে : সব শিক্ষকই পূর্ণ বেতনসহ পর্যাপ্ত বার্ষিক অবকাশ যাপনের অধিকার ভোগ করবেন। শিক্ষক বিনিময় নিয়ে ১০৪, ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা সার্ভিস ও শিক্ষকদের নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পেশাগত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আওতায় বিদেশে ভ্রমণের গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। তারা এ ধরনের সুবিধা আরও বাড়াতে বলতে পারবেন এবং ব্যক্তি শিক্ষকের বিদেশে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে গণ্য করবেন। এরকম বিনিময়ের জন্য শিক্ষক নির্বাচন বৈষম্যহীনভাবে সম্পন্ন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে বিবেচিত হবেন না। বিদেশে শিক্ষা ও কাজের জন্য ভ্রমণকারী শিক্ষকদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং তাদের পদ ও মর্যাদার সুরক্ষা করতে হবে। শিক্ষকগণের বিদেশের অভিজ্ঞতা এই পেশায় নিয়োজিত অন্যদের সঙ্গে বিনিময়ে উৎসাহিত করতে হবে।

বলাবাহুল্য বাংলাদেশের শিক্ষকরা বর্ণিত এসব সুবিধা থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত।

বাংলাদেশে এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের আলোচনায় বিশেষভাবে থাকবে শিক্ষকদের মর্যাদা, পাঠদানের মান, পাবলিক পরীক্ষায় ফল নিয়ে নানা কথা, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নবিদ্ধ কার্যকারিতা, শিক্ষা আইন এখনও সংসদে পাস না হওয়া, শিক্ষক নিয়োগ ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন চালু না হওয়ার মতো বিষয়গুলো। সে সঙ্গে নারী শিক্ষকদের প্রতি অতি সম্প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, একশ্রেণীর শিক্ষকের হাতে শিক্ষার্থীদের অব্যাহত শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন এবং শিক্ষকদের একটি অংশের চরম নৈতিক অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ইউনেস্কো, শিক্ষা এনজিও সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটির দিনের কর্মসূচিতে থাকবে বিভিন্ন দেশের মতো শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, শিক্ষার উন্নয়নে তাদের ত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতির বিষয় এবং শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ। সে সঙ্গে দেশের বাস্তবতায় কোন্ ধরনের শিক্ষা দরকার, কোথায় কোথায় অগ্রাধিকার প্রয়োজন, শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন কিভাবে করা যায়, শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে সম্ভব, কোন্ এলাকায় কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার, শিক্ষকতায় মেধা কিভাবে আকর্ষণ করা সম্ভব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কিভাবে গণতান্ত্রিক করা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার জবাবদিহি কিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব— তা নিয়ে আলোচনা হবে, তবে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া, শিক্ষার এক স্তর থেকে আরেক স্তরের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়হীনতা, শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য বৃদ্ধি, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক শাস্তিবিহীন আনন্দদায়ক পাঠগ্রহণে শিক্ষার্থীর বিশ্ব-স্বীকৃত অধিকার নিশ্চিতকরণে অপ্যারগতা ও উন্নত, যুগোপযোগী পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততাও আলোচনায় আসবে। শিক্ষায় কাম্য অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সন্নিবেশ ও কর ন্যায্যতা নিয়ে কথা হবে। সৃজনশীল পদ্ধতি যে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ এখনও রপ্ত করতে পারছে না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা দলীয়করণের কারণে শিক্ষকদের ভোগান্তি, শিক্ষক নিয়োগে চরম অনিয়ম আলোচনার বিষয় হবে। শিক্ষানীতি ২০১০-এ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে তা অনুসরণ করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হলেও প্রাথমিক পরবর্তী স্তরের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থার কথা কেন বলা হচ্ছে তা শিক্ষকদের বোধগম্য নয়। একই ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সর্বস্তরে শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণ কেন করা হবে না তার সদুত্তর শিক্ষকদের কাছে নেই। তারপর, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রায় দুই দশক পর কারিকুলাম সংস্কার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ভর্তির হার আশাব্যঞ্জক বৃদ্ধি, শিক্ষা ও পরীক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, ক্লাস শুরু ও পরীক্ষার ফল প্রকাশে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমের সপক্ষে যে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, এর দ্বারা তা বিনষ্ট হবে বলে অনেকেই মনে করছেন।

তবে এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের আত্মমূল্যায়নের বিষয়টিও সামনে আসবে। সরকার বা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে প্রশিক্ষণের ঘাটতা আছে স্বীকার করার পর অন্যান্য দেশের মতো ভালো গড়ানোর জন্য স্বউদ্যোগে প্রশিক্ষণ-গ্রহণের চেষ্টা যে কম শিক্ষকেরই আছে তা বিবেচনায় নিতে হবে। সে সঙ্গে যে শিক্ষা জীবন-জীবিকার জন্য দক্ষতা সৃষ্টি করে না, দেশপ্রেম ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার উন্মেষ ও উজ্জীবন ঘটায় না, ভালো মানুষ তৈরি না করে দানব গড়ে তোলে, অর্থলোলুপতার মতো নানা আসক্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়, তার বিপরীতে ইতিবাচক ভাবনা ও দৃষ্টান্ত সৃষ্টির পদক্ষেপ শিক্ষককেই নিতে হবে। কারণ শিক্ষকতা পেশা ঠিকই, তবে তা ব্যতিক্রমী, সমাজে মানুষ গড়ার পেশা এটা।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ও চেয়ারম্যান, ইনিশিয়েটিভ ফর ইউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)*
principalqfahmed@yahoo.com